ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

এবার বিদেশির হাতে হাত, প্রেম করছেন কঙ্গনা?

পৃঃ ৫

টি-টোয়েন্টিতে রোহিতের অনন্য মাইলফলক

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০১৮ ● কলকাতা ● ০৩ মাঘ, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ১৮ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ টাকা

অভিজ্ঞতাই ছিল না কিষেণজির, ভুল করেছিলেন পরপর':কিশোর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ও পুরুলিয়া জেলা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন শীর্ষ মাওবাদী নেতা সব্যসাচী গোস্বামী ওরফে কিশোর। জানা গিয়েছে, পূর্ব ভারতে মাওবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। আগেও একাধিকবার গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে। আপাতত হেফাজতে নিয়ে পুলিশ জেরা করছে ওই মাওবাদী নেতাকে।কী সেই কারণ? মাও নেতার দাবি অনুযায়ী, প্রথম কারণ হল, পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি গঠন। কিশোরের দাবি, পার্টির গঠনতন্ত্রের বাইরে গিয়ে কিষেনজির গ্রামে গ্রামে জনগণের কমিটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। তিনি মনে করেন, আগে গ্রামে গ্রামে পার্টি সেল তৈরি করা দরকার ছিল। সূত্রের খবর, জেরার মুখে কিষেনজি সম্পর্কে কিশোর বলেন, "কিষেনজির এতবড় গণ আন্দোলন করার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। সেই অনভিজ্ঞতা থেকেই পর পর ভুল সিদ্ধান্ত।"তবে তিনি ধরা পড়লেও তাতে সংগঠনের খুব একটা ক্ষতি হবে বলে মনে করছেন না তিনি।সূত্রের খবর, পুলিশি জেরায় তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে কিষেণজির কথা, শোনা গিয়েছে কিষেণজির 'ভুল সিদ্ধান্তের' কথাও।

হেফাজতে জেরার মুখে মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা রাজ্যের মাওবাদী সংগঠনের প্রধান সব্যসাচী ওরফে কিশোর নাকি বলেছেন, লালগড় আন্দোলনের ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল কিষেনজির অনভিজ্ঞতা। গণ আন্দোলনে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই দাবি করেছেন সব্যসাচী।সূত্রের

এরপর ৩ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীকে 'চোর' শুনতে হবে কেন,

রাজীবকে দেখতে বললেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শাসক দল ও সরকারের বিরুদ্ধে শুভেন্দু অধিকারীরা যে কৌশল নিয়ে এখন চলছেন তা খুবই স্পষ্ট। তৃণমূল ও রাজ্যের সরকারকে চোর প্রতিপন্ন করতে চাইছে বিজেপি। তাঁরা তাই স্লোগানও তুলছেন, তৃণমূল মানে চোর! এতে যে মুখ্যমন্ত্রী ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ তা নিয়ে সংশয় নেই।গত লোকসভা ভোটের পর 'দিদিকে বলো' প্রকল্পের মাধ্যমে দলীয় স্তরে এই বিচ্ছিন্নতা দূর করার একটা চেষ্টা হয়েছিল। পরে পঞ্চায়েত ভোটের আগে 'দিদির দূত' প্রকল্প শুরু করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেরকমই 'সমস্যার সমাধান' নামে একটি প্রকল্প ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে। যা চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বুধবার সে ব্যাপারেই বৈঠক ডাকা হয়েছিল নবান্নে। যেখানে দুর্নীতি দমনে রাজ্য পুলিশকেও সজাগ থাকতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।বুধবার নবান্নে ডাকা প্রশাসনিক বৈঠকে সেই রাগের জ্বালামুখ খুলে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পঞ্চায়েতে কে কোথায় চুরি করছে, তার জন্য আমাকে চোর শুনতে হবে? কেন?

জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, যে চুরি করেছে, দায় তার। আমাকে সে জন্য কেন শুনতে হবে এসব কথা? আর বরদাস্ত করব না এই সব।

এটুকু বলেই মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রশাসনের কর্তাদের নজরদারি বাড়াতে বলেন। সেই সঙ্গে রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলের উদ্দেশে বলেন, রাজীব (কুমার) তুমি একটু ব্যাপারটা দেখো।বৈঠকে উপস্থিত এক আমলা এদিন বলেন, যাঁদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ রয়েছে, রাজীবকে তাঁদের ব্যাপারটা দেখতে বলা হয়েছে, নাকি কারও বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগকে নিয়ে যাঁরা সরকারকে চোর বলছেন, তাঁদের দেখতে বলা হয়েছে তা

এরপর ৩ পাতায়

আচমকা নবান্নে 'দিদির' দুয়ারে 'দিদি নম্বর ১-এর রচনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোট এগিয়ে আসছে। ব্যাপক তোড়জোড় চলছে সব রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। তৃণমূল, বিজেপি কেউই পিছিয়ে নেই। সবাই নিজের মতো আসরে নেমে পড়েছে। আর এসবের মধ্যেই আচমকা 'দিদির' দুয়ারে ছোট পর্দার 'দিদি নম্বর ১'। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।এমন অবস্থায় লোকসভা ভোটের ঠিক মুখে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা নিয়ে বিস্তর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূলের কাছে মহিলা ভোটব্যাঙ্ক একটি বড় ফ্যাক্টর। এদিকে ছোট পর্দার 'দিদি নম্বর ১' রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও জনপ্রিয়তা যথেষ্ট। তাহলে কি এবার রচনা রাজনীতির ময়দানে নামতে চলেছেন? যদিও অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত কারণেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি। আলাপচারিতাও হয়েছে ব্যক্তিগত স্তরেই।এই খবর চাউর হতেই হইচই পড়ে যায় চারিদিকে। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, নবান্নে বেশ অনেকক্ষণ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন রচনা। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে, তাহলে কি এবার রাজনীতির ময়দানে পা রাখতে চলেছেন রচনা?

অতীতে বাংলার অভিনয় জগতের বিভিন্ন বিশিষ্ট মুখকে এর আগেও রাজনীতির ময়দানে আসতে দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে ভোট

এরপর ৩ পাতায়

শূন্য কোষাগার পূরণ করতেই

ব্যবহৃত হচ্ছে গঙ্গাসাগর! মমতাকে তোপ শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে শুন্য কোষাগার পূরণ করছে রাজ্য সরকার। গঙ্গাসাগরে যে পুণ্যার্থীরা ভেসেল করে এসেছেন তার ভাড়া বাড়িয়ে বিপুল পরিমাণ রোজগার করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন রাজ্যের বিরুদ্ধে। তারা এই বাড়তি ভাড়া দিতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছেন, কারণ এ ছাড়া তাদের কাছে আর অন্য কোনো উপায় নেই।' এরই সাথে শুভেন্দু অধিকারী পুরনো কথা মনে করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, 'সাধারণ মানুষের ওপর এই বোঝা চাপাতে আগেও দেখেছি আমরা। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত টেট পরীক্ষার ফর্ম ৫০০ টাকায় বিক্রি করেছিল রাজ্য সরকার, যেখানে ঠিক এক বছর আগে ২০২২ সালে ওই ফর্মের মূল্য ছিল ১০০ টাকা।"তথ্য পেশ করে বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেছেন, রাজ্য সরকার গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে ৩৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি করে দিয়েছে ভেসেলের ভাড়া।এর থেকে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত উপার্জন হয়েছে ৩৮ কোটি টাকা। শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন যেভাবে রাজ্য সরকার গঙ্গাসাগরে আগত মানুষদের উপর বাড়তি ভাড়ার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, তাতে প্রমাণিত হয় যে দেউলিয়া হয়ে গেছে সরকার।

শুভেন্দু অধিকারী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'দেউলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন নীতি হলো সাধারণ মানুষের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে নিজের শূন্য কোষাগার ভর্তি করার চেষ্টা করা ! প্রতিদিন বড়ো বড়ো দাবি করা হচ্ছে যে কিভাবে রাজ্য সরকার গঙ্গাসাগর মেলায় আগত পুণ্যার্থীদের জন্য বিনামূল্যে সর্বাধিক সুবিধা প্রদান করছে, এবং এর জন্য সব খরচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করছে।

কিন্তু বাস্তবটা সম্পূর্ন ভিন্ন। মমতা সরকার গঙ্গাসাগর মেলাকে শূন্য কোষাগার ভরাটের এক পন্থা হিসেবে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়েছে। পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে জলযানের যে ভাড়া নেওয়া হচ্ছে বা এককথায় বলা ভালো ভাড়া দিতে বাধ্য করা হচ্ছে তা স্বাভাবিক ভাড়ার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। পবিত্র এই তীর্থক্ষেত্রে পুণ্যার্থীরা দুর দুরান্ত থেকে আসেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।

তিনি সেই হিসেব দেখিয়ে উল্লেখ করেন, " ৪০০ শতাংশ বর্ধিত দাম ৩,০৯,০৫৪ জন বেকার যুবক যুবতীর কাছ থেকে নিয়ে এই সরকার ১৫,৪৫,২৭,০০০ টাকা রাজ্যের কোষাগারে ঢুকিয়েছে। এই দেউলিয়া সরকার তার শূন্য কোষাগার ভরাতে প্রতিদিন এভাবেই সাধারণ জনগনকে লুঠ করছে।'

অনেক দিন পর দিদির জন্য

ঝাঁপাল অভিষেকের টিম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার দুপুর। নবান্নে সবে তখন সাংবাদিক বৈঠকে বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে লাগাতার টেক্সট মেসেজ ঢুকতে শুরু করে তৃণমূলের মুখপাত্রদের মোবাইলে। সেই সব মেসেজের কথা গুলো সরল।তবে এই তালমিলের নেপথ্যে নিজেদের মধ্যে কী বোঝাপড়া হয়েছে, তা নিয়েও আগ্রহ রয়েছে দলের মধ্যে। লোকসভা ভোট আসছে। তার আগে প্রার্থী মনোনয়ন একটা বড় ব্যাপার। গত প্রায় দেড় বছর ধরেই অভিষেক দলের মধ্যে এবং ঘরোয়া আলোচনায় বলছিলেন যে চব্বিশে প্রার্থী তালিকায় আমুল বদল হবে। বর্তমান সাংসদদের অনেকের বিরুদ্ধে স্থানীয় স্তরে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা তৈরি হয়েছে। তাঁদের সরিয়ে তুলনায় নবীন এবং পরিচ্ছন্ন মুখ আনার ইঙ্গিতও দিচ্ছিলেন তিনি। সে ব্যাপারে দিদির সঙ্গে তাঁর কোনও আলোচনা হয়েছে কিনা বা কোনও মধ্যপথ বেরোল কিনা এখন সেও দেখার।দিদি যা বলছেন সেগুলোই। যাতে সেই সব কথা মুখপাত্ররাও ছড়িয়ে দিতে পারে এখানে সেখানে টিভি চ্যানেলে। মুখপাত্রদের ভূমিকা এখানে 'ফোর্স মাল্টিপ্লায়ারের'। এও দেখা যায়, নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকের মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, সৌম্য এটা পুন্নিকে পাঠিয়ে দিও।

সৌম্য মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের অফিসার। পুন্নি হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক বোনঝির ডাক নাম। যিনি অভিষেকের তত্ত্বাবধানে কমিউনিকেশন টিমের অন্যতম মাথা। অর্থাত মুখ্যমন্ত্রী যে বার্তা দিতে চাইছেন, তা সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাচ্ছে টিম অভিষেকের কাছেও।মেসেজ পাঠানো হয়েছে অভিষেকের অফিস থেকে? শেষবার নবান্ন থেকেই বা কবে তালমিল রাখা হয়েছে? গত দু'মাসে এতটা ক্ষীপ্রতা সম্ভবত অনেকেই নজর করেননি। বরং তা নজরে পড়েনি বলেই কারও কারও ধারনা দৃঢ় হয়েছিল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেকের মধ্যে একটা শৈত্য চলছে। নিজেকে ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলছিলেন অভিষেকও।

সোমবার সংক্রান্তি কাটতেই সেই সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এখানেই শেষ নয়, গত দু'মাসে টিম অভিষেক পুরোপুরি নিজেদের সীমিত রেখেছিলেন ডায়মন্ড হারবারের বিষয়আশয় নিয়েই। কিন্তু সোমবার পাড়ায় সমাধানের ধাঁচে সরকারের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরই জানা যায়, অভিষেকের অফিস থেকে জেলায় জেলায় জেলাশাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। নতুন এই কর্মসূচিতে বুথ স্তরে গিয়ে মানুষের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবেন সরকারি অফিসাররা। সেই কাজের সঙ্গে দলের নিচুতলার সমন্বয় রাখতেই এই ফোনাফুনি বলে মনে করা হচ্ছে।কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ এক রাজ্য নেতার মতে, মমতা ও অভিষেকের মধ্যে কোনও বিষয়ে মতপার্থক্য হতেই পারে। এত বড় দল চালাতে গেলে তা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তালমিল যে আগের মতই শুরু হয়ে গেছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। সোমবার কালীঘাট থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত সব ধর্মের যে মিছিলে হাঁটবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাতেও দেখা যাবে অভিষেককে। জানুয়ারির শেষ বা ফেব্রুয়ারির গোড়া থেকে অভিষেক জেলা সফরে বেরোলেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

মমতার ২২ মিছিলে, বললেন,

২৩-এ হাঁটুন, আমিও থাকব

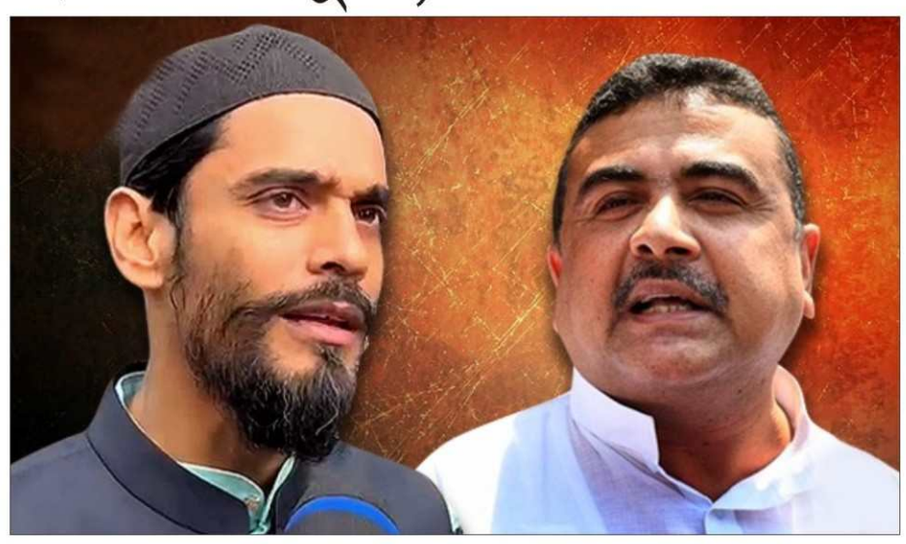

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২২ জানুয়ারি অযোধ্যা নতুন তৈরি রাম মন্দিরে রামের মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। সেদিনই কলকাতায় সংহতি মিছিলের ডাক দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার ঘোষণা করেছিলেন যে ২২ জানুয়ারি তিনি প্রথমে কালীঘাটে পুজো দেবেন। তার পর সেখান থেকে মিছিল নিয়ে যাবেন পার্ক সার্কাস ময়দানে। ওই মিছিল মসজিদ, গুরুদ্বারা, গির্জা সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে। শুধু কলকাতায় নয়, সব জেলায় ও ব্লকে ব্লকে সেদিন সংহতি মিছিল করার জন্য শাসক দলের নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন মমতা।সেই মিছিল পিছনোর দাবি জানিয়েছেন। তাঁর যুক্তি ওই মিছিলকে কেন্দ্র করে হিংসা ছড়াতে পারে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে। এদিন একই দাবি জানালেন আইএসএফ নেতা নওসাদ সিদ্দিকিও।

এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে নওসাদ এদিন বলেন, শুভেন্দুবাবুরা এ নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছেন। ওঁরা সুযোগ পেয়েছেন, এখন করবেনই। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ তারিখ মিছিলের ডাক দিয়ে উস্কানি দিতে চাইছেন। আমি রাজ্যের সংখ্যালঘুদের এবং ধর্মনিরপেক্ষ সুশীল সমাজের উদ্দেশে বলতে চাই, এই প্ররোচনায় পা দেবেন না। নওসাদের কথায়, শুভেন্দুবাবু যে রকম কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানোর কথা বলছেন, তা আমি মনে করি না। বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নামনোর প্রয়োজন নেই। বাংলার মানুষ শান্তিপ্রিয়। কিন্তু এও বিশ্বাস করি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাতা ফাঁদে ওই দিন কারও পা দেওয়া ঠিক হবে না।

বাংলায় শাসক দল গত প্রায় দু'বছর ধরে বিভিন্ন ঘটনায় শুভেন্দুর সঙ্গে নওশাদকে জুড়ে জুড়ে দেখাতে চেয়েছে। তাঁদের অভিযোগ আইএসএফকে মদত করছে বিজেপি। হায়দরাবাদে যেমন আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বিজেপির হয়ে ভোট কাটুয়ার কাজ করে, আইএসএফের কাজও বাংলায় তাই।

নওসাদ এদিন বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ তারিখের সংহতি মিছিল বাতিল করে ২৩ তারিখ হাঁটুন। আমিও তাতে হাঁটব। ২৩ তারিখ আইএসএফের দেশপ্রেম দিবসের ডাক দিয়েছে। ওই দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হাঁটতে রাজি। কিন্তু ২২ তারিখ নয়।

নির্বাচনী ইস্তাহার তৈরিতে

মানুষের পরামর্শ চাইলো কংগ্রেস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইস্তাহারে কোন কোন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে সেই নিয়ে সাধারণ মানুষের পরামর্শ চাইলো কংগ্রেস। চলতি বছর লোকসভা নির্বাচন। দলের পক্ষ থেকে ইস্তাহার তৈরি করার যেই কমিটি গঠন করা হয়েছে তার মাথায় আছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী চিদামবরম। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন দলের পক্ষ থেকে একটি ওয়েবসাইট এবং মেইল আইডি তৈরি করা হবে যেখানে মানুষজন তাদের পরামর্শ জানাতে পারবেন। দলের পক্ষ থেকে যেই ১৬ সদস্যের ইস্তাহার কমিটি তৈরি করা হয়েছে তার অন্যতম সদস্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। সূত্রের খবর উত্তরপ্রদেশের বারাণসী কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে প্রার্থী করার বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। ওই রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই দাবি অনেকদিন আগেই তোলা হয়েছিল।টিএস দেওর কথায়, "সাধারণ মানুষের জন্য এই ইস্তাহার তৈরি করা হয়। যাদের জন্য এই ইস্তাহার তৈরি করা হয়, তাদের পরামর্শ মেনেই এবার ইস্তাহার তৈরি করবে কংগ্রেস।"

সন্দেশখালি তদন্তে জট বাড়ল?

সিবিআই শাহজাহানকে খুঁজতে রাজি, আপত্তি সিটে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে শুনানি চলছে। সেই মামলার রায় বুধবার বিকেলে ঘোষণা হওয়ার কথা। তার আগে তদন্ত নিয়ে জটিলতা তৈরি হল। কিন্তু সিবিআইয়ের বক্তব্য, তাঁরা সন্দেশখালির তদন্তে রাজি। তবে সিটের অভিজ্ঞতা তাঁদের ভাল নয়। কারণ, অতীতের অভিজ্ঞতা হল, সিট গঠন করা হলে রাজ্য সরকার সহযোগিতা তো করেই না উল্টে চরম অসহযোগিতা করে। অর্থাৎ সন্দেশখালিতে ইডি অফিসারদের মারধরের ঘটনায় অভিযুক্তদের খুঁজে বের করা ও শেখ শাহজাহানকে খোঁজার দায়িত্ব সিবিআই একাই নিতে চাইছে। ইডিরও আবেদন সেটাই। এখন দেখার আদালত চূড়ান্ত কী রায় দেয়। বা বুধবার আদৌ চূড়ান্ত রায় ঘোষণা হয় কিনা। সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে মারধর খেয়েছিলেন ইডি অফিসাররা।

এরপর ৩ পাতায়

রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ নেব না : লালু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অপেক্ষা আর মাত্র স্বল্প দিনের, আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। সমগ্র দেশবাসী সেই মুহূর্তের প্রতীক্ষায়, কিন্তু বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) প্রধান লালু প্রসাদ যাদব জানিয়ে দিলেন, তিনি রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন না।এদিকে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে বিরোধীদের আইএনডিআই জোট প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে, কিছুদিন আগেই আসন্ন বন্টন-সহ নানা বিষয়ে বৈঠক করেছেন বিরোধীরা। সেই প্রসঙ্গে এদিন লালুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "জোটে আসন ভাগাভাগি এত তাড়াতাড়ি হয় না। "বুধবার সকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে লালু প্রসাদ যাদব বলেছেন, "রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আমি অযোধ্যা যাব না।"

১-ম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীকে 'চোর' শুনতে হবে কেন, রাজীবকে দেখতে বললেন মমতা

পরিষ্কার নয়। তবে এটুকু পরিষ্কার যে মুখ্যমন্ত্রী ব্যাপারটা ভাল ভাবে নিচ্ছেন না।

এর আগে মঙ্গলবারও নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা বলেছিলেন, হাতের পাঁচটা আঙুল কখনও সমান হয় না। পাঁচটির মধ্যে একটি কাটা পড়তে পারে..। কিন্তু সবাইকে চোর বলে দাগিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এ কথা বলে বিজেপির মুণ্ডপাত করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ওদের দলে বড় বড় চোর, বড় বড় ডাকাত, বড় বড় ক্রিমিনাল রয়েছে।শাসক দলের অনেকের মতে, গ্রামস্তরে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে তৃণমূলের কোথাও কোথাও যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে তার জন্য দলেরই নিচুতলার কিছু নেতা দায়ী। তাঁদের অনেকেই পঞ্চায়েত সদস্য বা প্রধান বা জেলা পরিষদের সদস্য। যেমন শাহজাহান শেখ ছিলেন। এই শ্রেণির নেতাদের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে গ্রামের মানুষকেও বার্তা দিতে চাইছেন। তাঁদের বোঝাতে চাইছেন, এই চুরি তিনি বরদাস্ত করছেন না। সেই সঙ্গে বুথ স্তরে সমস্যার সমাধান প্রকল্পও শুরু করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাতে শাসক দলের সঙ্গে গ্রাম মফস্বলের মানুষের আস্থার সম্পর্ক অটুট থাকে।

১-ম পাতার পর

আচমকা নবান্নে 'দিদির' দুয়ারে 'দিদি নম্বর ১-এর রচনা

রাজনীতির আঙিনায়। বিজেপি হোক বা তৃণমূল, দুই শিবিরেই এই প্রবণতা দেখা গিয়েছে বিগত দিনগুলিতে। টলি পাড়ার বহু বিশিষ্ট মুখকে কখনও বিধানসভায়, কখনও লোকসভায় টিকিট দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তালিকায় রয়েছেন নুসরত জাহান, মিমি চক্রবর্তীর মতো বাংলার প্রথম সারির নায়িকারা। আবার সাংগঠনিক বড় দায়িত্বেও আসতে দেখা গিয়েছে অনেককে। যেমন সায়নী ঘোষ। তিনি বর্তমানে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী। সেদিক থেকে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও রাজনীতির ময়দানে সেভাবে পরীক্ষিত হননি।

১-ম পাতার পর

অভিজ্ঞতাই ছিল না কিষেণজির, ভুল করেছিলেন পরপর':কিশোর

খবর, জেরার মুখে কিশোর জানিয়েছেন, লালগড় আন্দোলনের ব্যর্থতা আচমকাই থমকে দিয়েছিল এ রাজ্য সহ পূর্বভারতে মাওবাদী সংগঠনের ভবিষ্যত। যা গত পাঁচ বছরে অনেকটাই সামলানো সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। মাওবাদী পলিটব্যুরো সদস্য কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষেনজির মৃত্যুর পর সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির যে তৃতীয় রিভিউ বৈঠক হয়েছিল, সে কথাও উল্লেখ করেছেন। সূত্রের খবর, জেরায় তিনি বলেছেন ওই বৈঠকে লালগড় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।

দাদার সঙ্গে রাজস্থানে ঘুরতে গিয়ে নিখোঁজ তরুণ, চিন্তায় পড়েছে পরিবার

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর মালদা : নিউজ সারাদিন : দাদার সঙ্গে রাজস্থানে ঘুরতে গিয়ে নিখোঁজ ভাই।চিন্তায় পড়েছে পরিবার। নিখোঁজ তরুণের নাম মিসবাউল হক(১৬)।বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণরামপুর গ্রামে।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,২ জানুয়ারি কাকার ছেলে আজাদ আলির সঙ্গে মিসবাউল রাজস্থানে ঘুরতে যায়।গত রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ রাজস্থানের শিকর এলাকার কর্মস্থল থেকে প্রায় দুইশো মিটার দূরে এক মুদির দোকানে কিছু রেশন সামগ্রী কিনতে যায়।এরপর থেকে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।গত তিন দিন থেকে সে নিখোঁজ রয়েছে বলে খবর।নিখোঁজ তরুণের দাদা আজাদ আলি জানান,যে এলাকায় তারা থাকে সেটা ফাঁকা এলাকা।রেশন সামগ্রী কিনতে তাদেরকে দূরে যেতে হয়।রবিবার সন্ধ্যায় মিসবাউল দুইশো মিটার দূরে এক মুদির দোকানে রেশন সামগ্রী কিনতে যায়।তারপর থেকে নিখোঁজ রয়েছে।নিখোঁজ মিসবাউল হক এর মা জাহেনুর বিবি জানান,তার তিন ছেলে ও এক মেয়ে।এ ছিল ছোট ছেলে। এবার প্রথম দাদার সঙ্গে রাজস্থানে ঘুরতে গিয়েছিল। যাওয়া মাত্র ১৪ দিন হয়েছে। ছেলে কিভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না।

নবনির্মিত রাম মন্দিরে প্রবেশ করছেন রামলালা!

প্রধানমন্ত্রী একবেলা খাবেন, শোবেন মেঝেতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২২ শে জানুয়ারি প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে অযোধ্যার রাম লালার। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন বিগ্রহের। প্রাণ প্রতিষ্ঠার এক সপ্তাহ আগে থেকেই যাবতীয় আচার নীতি শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। আজ এই আচার-নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পালিত হবে।আচার্য গনেশ্বর শাস্ত্রী দ্রাবিড় জানিয়েছেন, কলস যাত্রার পর মন্দির চত্বরে প্রদক্ষিণ করা হবে রাম লালার মূর্তি নিয়ে। মোদি এছাড়াও গর্ভগৃহে উপস্থিত থাকবেন আরও চারজন। এরা হলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন পটেল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রধান মোহন ভগবত ও মন্দিরের প্রধান পুজারী আচার্য সত্যেন্দ্র দাস।আজই রাম লালার মূর্তি অযোধ্যা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করবে। রাম লালার মূর্তি গর্ভ গৃহে স্থাপন করা হবে আগামীকাল। ২২শে জানুয়ারি মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম লালার আসল মূর্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গর্ভগৃহে প্রবেশ করবেন এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন। রামের আসল আবক্ষ মূর্তির সাথে তৈরি করা হয়েছে আরও একটি মূর্তি।

প্রধানমন্ত্রী সেই মূর্তিতেও চক্ষুদান করবেন। এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট থেকে ১২ টা ৪৫ মিনিটের শুভ তিথির মধ্যে। রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট সূত্রে খবর, আজ নবনির্মিত রাম মন্দিরে আনা হবে রাম লালার মূর্তি। জলযাত্রা, তীর্থ পুজো, ব্রাহ্মণ-বটুক-কুমারী-শুভাসিনী পুজো শুরু হবে দুপুর ১টা ২০ মিনিট থেকে।

প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদিও রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে ৭ দিন কঠোরভাবে সমস্ত নিয়ম নীতি পালন করছেন। আজ প্রধানমন্ত্রী যাবেন কেরলের রাম মন্দির দর্শনে। জানা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আগামী শুক্রবার থেকে একবেলা খাবার গ্রহণ করবে। পাশাপাশি সেদিন থেকে তিনি শোবেন মাটিতে।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠাঃ ' অন্য ধর্মকে ছোট করবেন না ', নৃপেন্দ্র মিশ্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অযোধ্যার রাম মন্দির নির্মাণ কমিটির প্রধান, নৃপেন্দ্র মিশ্র বুধবার লোকদেরকে এমনভাবে উদযাপন না করার জন্য বলেছেন যাতে দেশে অন্য ধর্মের মূল্য কম হয়। নৃপেন্দ্র মিশ্র ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক বিবৃতিটি স্মরণ করে বলেছেন যে ' বিজয়ের অনুভূতি বা পরাজয়ের অনুভূতি থাকা উচিত নয় এবং রায় অবশ্যই সকলকে মেনে নিতে হবে।রাম মন্দিরের অভিষেক প্রক্রিয়া মঙ্গলবার, ১৬ জানুয়ারি শুরু হয়েছিল এবং সাত দিন অবধি চলবে। উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় ২২শে জানুয়ারীতে ৭,০০০ জনেরও বেশি বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।তিনি নাগরিকদের এই দিনটি উদযাপনের সময় সতর্ক থাকার এবং তাদের উদযাপনের সময় অন্য ধর্মকে ছোট না করার আহ্বান জানান। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে জনগণের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে এবং তাদের বিশ্বাসকে সম্মান করা হয়েছে। নৃপেন্দ্র মিশ্র রাম মন্দির অভিষেক অনুষ্ঠানকে 'ঐতিহাসিক ঘটনা' বলে অভিহিত করেছেন।

পাড়ার কলে জল নিতে গিয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে উতক্ত্য এবং

কটুক্তি করার অভিযোগ প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত তরুণীর পরিবারের লোকেরা, মামার হাতে হাঁসুয়ার কোপ মারার অভিযোগ, থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের

আমিরুল ইসলাম, হরিশচন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন : সন্ধ্যে বেলা পাড়ার কলে জল নিতে যাওয়ার সময় দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে কটুক্তি এবং উতক্ত্য করার অভিযোগ প্রতিবেশী এক মস্তান যুবকের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে অভিযুক্ত এবং তার পরিবারের হাতে আক্রান্ত ওই ছাত্রীর পরিবারের লোকেরা।ছাত্রী মামার হাতে হাঁসুয়ার কোপ মারার অভিযোগ। সমগ্র ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের।মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছত্রক গ্রামের ঘটনা।ওই গ্রামেরই এক দশম শ্রেণীর ছাত্রী মঙ্গলবার সন্ধ্যায়

পাড়ার কলে জল নিতে যাচ্ছিল। অভিযোগ সেই সময় প্রতিবেশী জয়ন্ত শর্মা নামে এক যুবক তরুণীকে কটূক্তি করে উতক্ত্য করে।তরুণী তার পরিবারের লোকেদের সমস্ত ঘটনা জানালে পরিবারের লোকেরা অভিযুক্ত যুবকের বাড়িতে যায় প্রতিবাদ জানাতে।অভিযোগ সেই সময় ওই যুবক এবং তার পরিবারের লোকেরা তরুণীর মামা-মামী এবং মাকে মারধর করে।এমনকি তার মামার হাতে হাঁসুয়ার কোপ মারে বলেও অভিযোগ।তরুণির পরিবারের পক্ষ থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।এলাকাবাসীর অভিযোগ ওই যুবক এলাকায় দীর্ঘদিন মস্তানি করে।এর আগেও ওই তরুণী সহ এলাকার অনেক মেয়েদের কটুক্তি করেছে।অভিযুক্ত যুবকের শাস্তির দাবি জানিয়েছে এলাকার মানুষ। তরুণীর মামা বলেন, আমার ভাগ্নিকে কটুক্তি করেছিল কু-প্রস্তাব দিয়েছিল। আমরা ওর বাড়িতে বলতে গেলে আমাদের মারধর করে। আমার স্ত্রীর হাতে আঘাত লেগেছে।আমার হাতে হাঁসুয়ার কোপ মেরেছে। স্থানীয় বাসিন্দা জানান, ওই যুবক এর আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। মাঝে মাঝে এলাকার মেয়েদের কটুক্তি করে। এদিন প্রতিবাদ করতে গেলে এই অবস্থা। আমরা চাইছি পুলিশের উপযুক্ত পদক্ষেপ নিক।

২ পাতার পর

সন্দেশখালি তদন্তে জট বাড়ল? সিবিআই শাহজাহানকে খুঁজতে রাজি, আপত্তি সিটে

শাহজাহানের নাগালও তাঁরা পাননি। শাহজাহান পলাতক। তাঁকে এখনও ধরতে পারেনি পুলিশ। এই অবস্থায় ইডি আদালতে দাবি করেছে যে সন্দেশখালি কাণ্ডে তদন্তের ভার রাজ্য পুলিশের হাত থেকে নিয়ে সিবিআইকে দেওয়া হোক।

এদিন সেই মামলায় সিবিআইয়ের কাছে তাদের চার জন পুলিশ সুপার মর্যাদার অফিসারের নামের তালিকা চান বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। সেই সঙ্গে রাজ্য পুলিশের কাছেও রিপোর্ট চান। দুপুর ২ টোর মধ্যে তা আদালতে জমা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সিবিআইয়ের আইনজীবী আদালতে জানান, চার জন পুলিশ সুপার পদের অফিসারের নাম তাঁর কাছে এখনও আসেনি।

সূত্রের খবর, সিবিআই মনে করছে, আদালত তদন্তের জন্য সিট গঠন করে দিতে পারে। অর্থাত একটা স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিং টিম। তাতে সিবিআইয়ের পুলিশ সুপার পদমর্যাদার অফিসার থাকবেন। আবার রাজ্য পুলিশেরও কোনও কর্তাকে রাখা হবে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০১৮ সংখ্যা ১৮ জানুয়ারী, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ০৩ মাঘ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

মোদীর সঙ্গে ক্রমেই বাড়ছে হিন্দু ধর্মগুরুদের সংঘাত, 'ক্ষমতা হারাবেন' নাম না করে শঙ্করাচার্যের হুঁশিয়ারি

লোকসভা ভোটের আগেই রাম মন্দির খোলার জন্য এতও তাড়াহুড়ো কেন?' এই বিষয়ে আগেই বিজেপির প্রধান সেনাপতি নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশে প্রশ্ন তুলেছিলেন হিন্দু ধর্মগুরু শঙ্করাচার্যরা । তাঁদের এও জিজ্ঞাস্য ছিল যে, ধর্মীয় মন্দির খোলার অনুষ্ঠানে এতও রাজনৈতিক নেতাদের ডাকা হচ্ছে কেন?কেন তাঁর প্রভাব অপরিসীম, এদিন সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। বলেছেন, 'যাঁর কথায় লোভ, বিদ্বেষ, আর উদ্বেগ থাকে, সেই ব্যক্তির বাণীর কোনও প্রভাব পড়ে না। আমার বাণীতে এসব নেই বলেই আমার কথার প্রভাব আছে।' দৃশ্যত অসন্তুষ্ট পুরীর শঙ্করাচার্য বলেন, 'কংগ্রেসের লোক বলছে আমাকে! কিন্তু কংগ্রেসের সময় আমি কি জনসঙ্ঘের হয়ে কথা বলতাম? আপনারাই বলুন।' তাঁর স্পষ্ট বার্তা-'আমার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক নেই। সেই কথা সোনিয়া, যোগী, মোদী প্রত্যেকে জানেন।' কেমন হল এবারের গঙ্গাসাগর মেলা? যে জবাব স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতীর দিয়েছেন, তা নবান্নের শীর্ষস্তরকে খুশি করবেই। তাঁর কথায়-'মেলার আয়োজনে রাজ্য সরকারের বিবেকের পরিচয় মিলেছে। সীমার মধ্যে থেকে মেলার আয়োজন করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। অযাচিত হস্তক্ষেপ করে মেলার মর্যাদা নষ্ট করার কোনও চেষ্টা হয়নি।'অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধন যে শাস্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে করা হচ্ছে, সেই জোরালো মন্তব্যের আবহে আরও একবার নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভয়ঙ্কর হুঁশিয়ারি দিলেন পুরীর শঙ্করাচার্য ।

স্বয়ং মোদীর বিরুদ্ধে ধর্মীয় 'দাদাগিরি' করার অভিযোগ এনেছেন পুরীর শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ। তিনি স্পষ্টতই কটাক্ষ করেছেন, 'সব জায়গায় নিজেকে জাহির করাটা উন্মাদের লক্ষণ।' তাঁর এই ধরনের মন্তব্য শুনে কার্যত ক্ষুব্ধ হয়েছে গেরুয়া শিবির। সনাতনী ধর্মের শীর্ষ পদাধিকারীকে 'হিন্দুত্ব বিরোধী' বলার সাহস না দেখালেও, তাঁকে 'বিজেপি বিরোধী' 'মোদী বিরোধী' , এমনকী 'কংগ্রেসের শঙ্করাচার্য' তকমা লাগানোর প্রচারেও নেমে পড়েছে পদ্ম-পক্ষের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং অন্যান্য নেতা-সমর্থকরা। তাতেও অবশ্য নিজের অবস্থান থেকে একচুল সরেননি স্বামী নিশ্চলানন্দ। তাঁর কথায়-'আমার সঙ্গে যে বা যাঁরা দ্বন্দ্বে জড়িয়েছেন, তাঁরা নিজেরাই ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। অস্তিত্ব হারিয়েছেন।' তিনি বলেছেন, 'মুঝসে যো টকরায়ে গা, চুরচুর হো জায়েগা!'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী অযোধ্যার মন্দিরের গর্ভগৃহে 'রামলালা' প্রতিষ্ঠা করবেন, তিনি ব্রাহ্মণ নন, তার ওপরে রাম মন্দির তৈরি করা এখনও সম্পন্ন হয়নি, লোকসভা ভোটে বিজেপির স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই রাম মন্দির ভোটের আগে খুলে দেওয়া হচ্ছে - এমনও মন্তব্য করেছেন অনেকে, এই সমগ্র বিষয়টি ক্ষুব্ধ করে তুলেছে হিন্দু ধর্মগুরুদের।

রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে সরে এসেছেন ভারতের চারজন বিখ্যাত শঙ্করাচার্য। হিন্দু ধর্মের এই চার পদাধিকারীকে 'সামলাতে' বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তথা গেরুয়া শিবির আসরে নামলেও, শাস্ত্রের মর্যাদা রাখতে 'যুদ্ধ' চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত কিন্তু দিয়েই চলেছেন পুরীর শঙ্করাচার্য। সোমবার গঙ্গাসাগর মেলার শেষলগ্নে তাঁর প্রতিক্রিয়া-'মূলায়ম সিং যাদব, লালুপ্রসাদ, নরসিমা রাও এমনকী জ্যোতি বসু আমার বিরোধিতা করেছিলেন। আমায় কিছু করতে হয়নি। নিজেরাই ক্ষমতাচ্যুত হয়ে অস্তিত্বহীন হয়েছেন।'

মমতার সংহতি মিছিল

'আটকাতে' হাই কোর্টে শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা সংহতি মিছিল পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি। হাই কোর্টের দ্বারস্থ শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি রামমন্দির উদ্বোধনের দিন রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আবেদন করেন তিনি। সম্ভবত আগামিকাল বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি।বিজেপির দাবি, তৃণমূল আদতে বিভাজনের রাজনীতি করছে। বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, 'এত যুদ্ধের পর এই শুভদিন। সবাই এতে মেতে। তৃণমূল এর মধ্যে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে।' তবে শুভেন্দুর মিছিল আটকানোর চেষ্টাকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'যারা ধর্মের নামে বিষ ঢালতে চায় তাঁরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই মিছিলের সঙ্গে রামমন্দিরের কোনও যোগ নেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা আগেই বলে দিয়েছেন। ২২ তারিখে যে মিছিল হচ্ছে তার উদ্দেশ্য সংহতি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা। শুভেন্দু সম্প্রীতি চায় না, তাই আদালতে গিয়েছেন।'২২ জানুয়ারি অর্থাত অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের দিন রাস্তায় নামতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ওইদিন খাস কলকাতায় সংহতি মিছিলে হাঁটবেন মমতা। সর্বধর্ম সমন্বয়ের লক্ষ্যে কলকাতায় একটি জনসভাও করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সংহতি মিছিলকে কেন্দ্র করেই দানা বেঁধেছে বিতর্ক। এই কর্মসূচি আদতে বিভাজন তৈরির চেষ্টা বলেই দাবি বিজেপির। বুধবার সকালে এই সংহতি মিছিল পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আগামিকাল এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

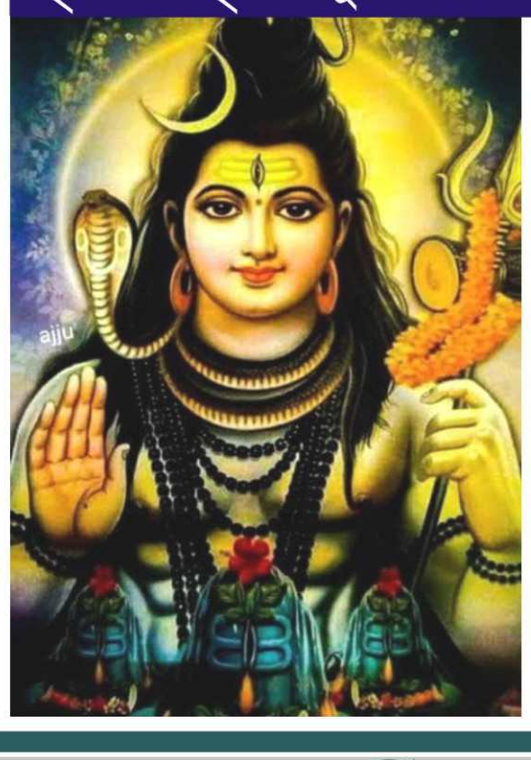

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমরা সবকিছু জেনে বুঝে কেমন যেন নির্বাক, নিজের স্বার্থের বাইরে কিছু ভাবতে পারিনা আমার। চিরাচরিত ইতিহাস বলছে বেশিরভাগ মানুষ স্বার্থনেশি, নিজের স্বার্থ ছাড়া ভাবতে পাড়ার মতন বিবেক শক্তি অনেকের নেই।সেই কারণে বিশ্বজুড়ে আজ মহামারি আকার ধারণ করেছে, তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে পূজা বা ধর্মীয় আচরণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

নিয়ে নিজেদেরকে তারা আর্য-ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিত। তারা নিজেরাই দাবি করত, তারও বিদেশাগত এবং ভারতীয়দের জয় করে এদেশের দখল নিয়েছে। এমনকি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলেও তার প্রচলিত হিন্দুদের জন্য দেয় জিজিয়া করও তারা দিত না। কিন্তু পরবর্তীকালে আর্য-ব্রাহ্মণেরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবার ভয়ে অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে তারাও নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। আর যাই হোক বৈদিকধর্ম যুক্তি-বিজ্ঞান বহির্ভূত অলীক কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার এই ধর্মে সবার উপরে ব্রাহ্মণ রয়েছে বলেই এর এক নাম ব্রাহ্মণ্যধর্ম। এই ধর্মমতে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। বেদ, ব্রাহ্মণ, পুরাণ, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থেই বর্ণবাদের কথা আছে। মূলে চার বর্ণীয় হলেও বর্ণের মধ্যে আবার হাজার হাজার জাতিতে (ছয় হাজারের উপরে) বিভক্ত। এক জাতির অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহাদি বা কোনো সামাজিক ক্রিয়াকর্ম চলে না। এক জাতি অন্য জাতির আহার গ্রহণ করে না। সবকিছুতে বিভেদ। নিম্নর্ণের হিন্দু যতই চরিত্রবান, সদগুণসম্পন্ন হোন না কেন, তিনি কোনো ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হতে পারেন না। ধর্মীয় কাজের অধিকারী একমাত্র ব্রাহ্মণই। এমনকি নিম্নবর্ণের লোকদের বেদ পাঠের অধিকার নেই। বেদ মানতে হবে অথচ পড়া যাবে না কথাটা পরস্পর বিরোধী। ব্রাহ্মণেরা বেদবাক্য বলে যা বলবে তাই মানতে হবে! সত্যমিথ্যা জানার অধিকার কারও নেই! আবার এজন্য ব্যবস্থাও করেছে চমৎকার লেখাপড়া শিখে যদি বেদ পড়ে বুজরুকি ধরে ফেলে কেউ, তাই লেখাপড়া শেখাই মানা! তাই বঙ্গদেশের নমঃজাতির ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তা হল, নমঃজাতির লোকেরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরা সমস্ত কার্যে পারদর্শী এবং শৌর্যবীর্যে অত্যন্ত উচ্চস্থানে ছিলেন। রাজকার্যে, সেনাবাহিনী ইত্যাদির বীরত্বপূর্ণ পদে তাঁরা অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজারও নমঃজাতির লোক ছিলেন। সেই কারণেই পালরাজাদের রাজ্যচ্যুত হওয়া ও কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক বিজয় সেনের শাসনকালেই নমঃজাতির অধঃপতন শুরু হয় এবং বল্লাল সেনের আমলে তা চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছায়। সেনরাজারাই রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে বঙ্গদেশ থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মুছে দিয়েছিল। বল্লাল সেন ঘোষণা করেছিল বাংলার সমস্ত বৌদ্ধরা হয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করবে, নয়তো মৃত্যুকেই বরণ করবে। যারা বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল, তারা শূদ্রবর্ণে ঠাঁই পেয়েছিল। পরবর্তীকালে তারা বৃত্তি অনুযায়ী কায়স্থ, বৈদ্য, রাজবংশী, মাহিষ্য, পৌণ্ড্র, কৈবর্ত, কপালি, তেলি, মালি, ভুঁইমালি ইত্যাদি নামে চিহ্নিত হয়। কিন্তু নমঃজাতির লোকেরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম অর্থাৎ বৈদিকধর্ম গ্রহণ করতে রাজি না হয়ে রাজশক্তির ভয়ে পালিয়ে নদীনালা, খালবিল, জল-জঙ্গলপূর্ণ দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নেন। বর্তমান কালের যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি জেলা ওই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। নতুন পুনর্বসিত ব্রাহ্মণেরা আগেই তাঁদের বৈদিকিকরণ করতে না পেরে চণ্ডাল গালি দিয়ে অস্পৃশ্য করে রেখেছিল। রাজা বল্লাল সেন ক্রোধভরে তাঁদের চণ্ডাল নামকরণ পাকাপাকি করে চিরস্থায়ী ভাবে অস্পৃশ্য করে রাখার বন্দোবস্ত করে।তবে হিন্দু সনাতন ধর্মের ইতিহাস না লিখলে এই লেখাটি আজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকে জড়িয়ে হিন্দু বা সনাতন ধর্ম।সিন্ধু থেকে হিন্দু শব্দটি এসেছিল এটা আমরা বহুকাল ধরে বলে আসছি। তাই হিন্দু শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে একটু উপলব্ধি করায় আমাদের কর্তব্য।আর্য-পূর্ব ভারতে প্রাচীন কাল থেকেই এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেই সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতা বা মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পা সভ্যতা নামে পরিচিত। তখনকার লোকেরা প্রকৃতি-পূজারী ছিলেন। তখন স্বাভাবিক নিয়মে ন্যায়-নৈতিকতা ও সাম্যের ভিত্তিতে যে ধর্ম গড়ে ওঠে, সেই ধর্মই ছিল আদি "সনাতনধর্ম"। সেই ধর্মে কোনো বর্ণভেদ ছিল না, জন্মগত কারণে কেউ উঁচু, কেউ নীচু ছিলেন না। সেই যুগে অনেক জ্ঞানীগুণী লোকের জন্ম হয়েছিল। তাঁরাই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও মানবিক উন্নতিকল্পে ধর্মীয় নিয়মকানুন নির্দিষ্ট করতেন। তাঁদের 'বুদ্ধ' বলা হত। আর্য-পূর্ব ভারতে এরকম সাতাশজন বুদ্ধের কথা জানা যায়।

আর্যরা ভারতে এসে মূলনিবাসী ভারতীয়দের সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়। তাঁদের সম্পত্তি দখল করে নেয়। ন্যায়-নৈতিকতা ও সাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সনাতনধর্মকে তছনছ করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূত্রপাত করে। ওই সময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধর্মগ্রন্থ বেদ রচনা করা হয়। এই জন্য ওই ধর্মকে বৈদিকধর্মও বলা হয়। সেই ধর্মে উচ্চ-নীচ ক্রমানুসারে বর্ণবিভাগ করে সমাজে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করা হয়। বর্ণগুলি হল যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। শূদ্রদের মধ্যে আবার বহু জাতপাতের সৃষ্টি করা হয়। অনেককে অস্পৃশ্যও করা হয়। সকল বর্ণ ও জাতের মধ্যে কর্মবিভাগ করে বিভিন্ন অধিকার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের সম্পত্তি, শিক্ষা ও অন্যান্য সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে তাঁরা অমানবিকতার শিকার হয়ে মনুষ্যেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় হন।তবে বুদ্ধধর্ম কথাটি না লিখলে এলাকাটি আজ হয়তো সম্পন্ন হতো না। গৌতমবুদ্ধের ধর্মমত "বৌদ্ধধম্ম" প্রচারিত হলে ওই ধর্মের ন্যায়-নৈতিকতা, সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার উদারতা দেখে অধিকাংশ ভারতবাসী মুগ্ধ হন। ভারতের বিভিন্ন রাজবংশ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলে অধিকাংশ ভারতবাসী বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতসম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ওই ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। ফলে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া ক্ষমতা ও অধিকার ভোগের সমাপ্তি ঘটে এবং দেশে আবার ন্যায়-নৈতিকতা ও সামাজিক সাম্য ফিরে আসে।সম্রাট অশোকের শাসনকালে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হলে ব্রাহ্মণদের সমাজে সর্বোচ্চ আসনে থাকা ও একচেটিয়া অধিকার ভোগ করার সুবিধা না থাকায় ব্রাহ্মণ্যধর্মও অবদমিত অবস্থায় থাকে। ফলে ব্রাহ্মণেরা রাগে ফুঁসতে থাকে। কিন্তু রাজশক্তির ভয়ে তাদের কিছু করার ছিল না। অবশেষে সম্রাট অশোকের বংশধর বৃহদ্রথকে হত্যা করে ব্রাহ্মণ সেনানায়ক পুষ্যমিত্র মগধের সিংহাসন দখল করলে বহুদিন মাথা নত করে থাকা ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রাজ্যলাভের পর পুষ্যমিত্র বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড এবং উৎকট নির্যাতনের অভিযান চালায়। দেশে বৌদ্ধধর্ম পালনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এজন্য সে সমস্ত বৌদ্ধভিক্ষুদের হত্যা করার আদেশ দেয় এবং প্রতিটি বৌদ্ধভিক্ষুর মাথার বিনিময়ে একশো স্বর্ণমূদ্রা ঘোষণা করে। ফলে বহু বৌদ্ধভিক্ষু মারা পড়েন এবং বাকিরা নেপাল, ভুটান ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় পালিয়ে যান। এভাবেই ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতন হয়। ইতিহাস যা বলছে ভারতবর্ষের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটলেও একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বঙ্গদেশ বা বাংলা। পালরাজাদের শাসনকাল পর্যন্ত সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অটুট ছিল। কেননা পালরাজারা নিজেরাই ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। পালরাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে কর্ণাটকের ব্রাহ্মণ রাজা বিজয় সেন বঙ্গদেশ দখল করলে সেখানেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিস্তার শুরু হয়। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের সহায়তায় বাংলায় সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণদের বঙ্গদেশে এনে ভূমি দিয়ে, বৃত্তি দিয়ে বসানো হত, যাতে তারা আর্যবর্জিত বঙ্গদেশে বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ধীরে ধীরে তাদের সে প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করে। রাজা বিজয় সেনের আমলে সমগ্র বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।তবে পুষ্যমিত্রের রাজ্যলাভের পর ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরায় আরও কঠোর অবস্থান নিয়ে ফিরে আসে। ওই সময় পুষ্যমিত্রের আদেশে সুমতি ভার্গব নামক এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক নতুন করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংবিধান কুখ্যাত মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি লেখা হয়। চতুর্বর্ণ ও জাতপাত প্রথা আরও কঠোর অবস্থানে ফিরে আসে। পুনরায় মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণেরা সবার উপরে থেকে সমস্ত অধিকার ভোগ করতে থাকে এবং সমাজের অধিকাংশ লোক শূদ্র এবং কিয়দংশ অস্পৃশ্য হয়ে অধিকারহীন অবস্থায় দুর্বিসহ জীবনযাপন করতে থাকেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

এবার বিদেশির হাতে হাত, প্রেম করছেন কঙ্গনা?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : হৃত্বিক রোশনের সঙ্গে কঙ্গনার সম্পর্ক নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে বলিউডে। তাদের সম্পর্কের জল আদালত পর্যন্ত গড়ায়। শুধু হৃত্বিক নয়, কঙ্গনা মন দিয়েছেন একাধিকবার, মন ভেঙেছে বহুবার। তবে বিয়ে করার, সংসার পাতার ইচ্ছা তার বহু দিনের। 'মণিকর্ণিকা' ছবির প্রচারের এসে নিজেই জানিয়েছিলেন পাঁচ বছরের মধ্যে থিতু হতে চান। এবার যেন মনের মানুষকে খুঁজে পেলেন কঙ্গনা। শুক্রবার তার হাতে হাত রেখেই স্যাঁলো থেকে বের হলেন অভিনেত্রী।

এক বিদেশি পুরুষের হাত ধরে রূপটান কেন্দ্র থেকে বের হলেন কঙ্গনা। ওই ব্যক্তির পরনে কালো প্যান্ট ও শার্ট। কঙ্গনার পরেছিলেন ফ্লোরাল ফ্রক। হাসিমুখে দেখা গেল দু'জনকেই। এমনিতে সচরাচর কোনও পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে দেখা যায় না কঙ্গনাকে। কঙ্গনার চারপাশে পুরুষ মানে শুধুই নিরাপত্তারক্ষীর ছয়লাপ। এর মাঝেই রহস্যময় এক পুরুষের হাতে যখন হাত রেখেছেন কঙ্গনা, স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে সেই পুরুষের খোঁজ। নাম লইক চাপোইক্সি। ফরাসি এই পুরুষ আসলে ইন্ডাস্ট্রির খুব ঘনিষ্ঠ, খ্যাতনামী কেশসজ্জা শিল্পী। বলিউডের প্রথম সারির সব অভিনেত্রীই আস্থা রেখেছেন তার হাতে কারুকাজের উপর। ভারত-সহ বিভিন্ন দেশে কেশসজ্জার কেন্দ্র রয়েছে তার। তবে কঙ্গনার সঙ্গে তিনি প্রেম করছেন নাকি নেহাতই বন্ধুত্বের সম্পর্ক, জল্পনা রয়েই গেছে।

সংগীতশিল্পী প্রভা আত্রে আর নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলে গেলেন আরও এক ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী প্রভা আত্রে। শনিবার ভারতের পুনের বাড়িতে মৃত্যু হয় কিরানা ঘরানার প্রবীণ শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পীর। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

শিল্পীর পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার ভোর সাড়ে ৩টা নাগাদ ঘুমন্ত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হন প্রভা আত্রে। জানা গেছে, শিল্পীর সাড়া না পেয়ে তাকে দ্রুত দীননাথ মঙ্গেশকর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ততক্ষণে শিল্পীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানান চিকিৎসকরা। এদিকে আজই মুম্বাইতে তার একটি অনুষ্ঠান করার কথা ছিল।

তিনি কিরানা ঘরানার সুরেশবাবু মানে এবং হীরাবাই বদোদেকরের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীত শিখেছিলেন। তার গায়কিতে সংগীতের দুনিয়ায় অন্য দুই মহান ব্যক্তি, খেয়ালের জন্য আমির খান এবং ঠুমরির জন্য বড় গুলাম আলী খানের প্রভাব তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন। এছাড়াও তিনি কথক নৃত্যশৈলীতেও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।

ভীমসেন যোশীর পর কিরানা ঘরনায় প্রভা আত্রের বিশেষ অবদান ছিল। সংগীতের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ভারত সরকার তাকে 'পদ্মশ্রী', 'পদ্মভূষণ', 'পদ্মবিভূষণ'-এর মতো বহু পুরস্কারে ভূষিত করেছে। সংগীতে তার অবদানের জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তাকে ১৯৯০ সালে পদ্মশ্রী এবং ২০০২ সালে পদ্মভূষণ দিয়ে সম্মানিত করে। তিনি ২০২২ সালে পদ্মবিভূষণে সম্মানিত হয়েছিলেন। প্রভা আত্রে সংগীতের উপর বহু বইও লিখেছেন।

জানা গেছে, প্রয়াত বর্ষীয়ান এই সংগীতশিল্পীর পরিবারের সকলেই প্রায় আমেরিকায় থাকেন। তারা দেশে আসার পর আগামী মঙ্গলবার শিল্পীর শেষকৃত্য সম্পন্নহবে।

আমির খানের মেয়ের বিয়ের রিসেপশনে তারকাদের মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলতি বছর বলিউডের শুরুটাই হয়েছে বিয়ের সুখবর দিয়ে। আমির খানের মেয়ে ইরার বিয়ে নিয়ে মেতেছে সবাই। ৩ জানুয়ারি থেকে ইরার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এরপর ৮ থেকে ১০ জানুয়ারি উদয়পুরের বিলাসবহুল হোটেলে ছিল সংগীত, মেহেদি ও হোয়াটাই ওয়েডিংয়ের আয়োজন। বিয়ের আইনি প্রক্রিয়া মুম্বইয়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলে আমির পরিবারে উৎসবের আবহ।

শনিবার ছিল আমির কন্যার বিয়ে গালা অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষে সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের নীতা মুকেশ অম্বানি কালচারাল সেন্টারে বসছে ইরা-নূপুরের রিসেপশন পার্টি। এ দিন স্বামী নূপুরের সঙ্গে পোজ দিলেন ইরা। ইরা ও নূপুরের বিয়ে আর পাঁচটা বিয়ের অনুষ্ঠানের চেয়ে আলাদা। সেই ঝলক আগেই দেখা গিয়েছিল মুম্বাইয়ে। লাল লেহঙ্গায় সেজেছিলেন ইরা, নূপুরের পরনে ছিল কালো গলাবন্ধ শেরওয়ানি।

মরাঠিতে কথা বললেন বাবা আমির। আইনি বিয়ের দিন আট কিলোমিটার দৌড়ে বিয়ে করতে আসেন ইরার বর নূপুর, পেশায় তিনি শরীরচর্চা প্রশিক্ষক। উদয়পুরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিয়ের অনুষ্ঠানের আগে সুইমিং পুলের ধারে শরীরচর্চা করে সময় কাটিয়েছিলেন নবদম্পতি ও তাদের বন্ধুরা। তবে রিসেপশনে সেসব পথে হাঁটেননি যুগল।

রিসেপশনে আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন সালমান খান, শাহরুখ খান, অক্ষয় কুমার, প্রসূন যোশী, রাজকুমার হিরানি, অনুশা শর্মাসহ খ্যাতিমান সব তারকা। আমির খানের মেয়ে ইরার মুম্বইয়ের রিসেপশনে প্রায় ২৫০০ অতিথি নিমন্ত্রিত।

হাজার অতিথি নিমন্ত্রিত থাকার কারণে আম্বানী পরিবার বিবাহ অনুষ্ঠানের জায়গা দিয়েছে। অনুষ্ঠানে ছিল রকমারি খাবারের আয়োজন। তবে ইরার রিসেপশনের অনুষ্ঠানে বিদেশি খাবার নয়, বরং রয়েছে ভারতের নয় রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের পদ। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাবের খানা তো রয়েছেই। তবে সব থেকে বেশি আধিক্য থাকছে গুজরাটি খানাপিনার।

বলিউড তারকারা ছাড়াও ইরার রিসেপশনে রাজনীতিবিদরাও নিমন্ত্রিত। আমির খান নিজে গিয়ে প্রত্যেককে নিমন্ত্রণ করে এসেছেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে বলে কোথাও কোনো কমতি রাখেননি আমির খান।

প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে ডেটে যেতে চান মধুমিতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার আলোচিত অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার অল্প বয়সেই বিয়ে করেছিলেন পরিচালক, অভিনেতা সৌরভ চক্রবর্তীকে। কিন্তু তাদের সেই দাম্পত্য জীবন বেশিদিন টেকেনি। এখন তারা নিজেদের মতো ভালো আছেন, কাজ করছেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মধুমিতা জানান দেব থেকে শুরু করে অনুপম রায়, বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরভ চক্রবর্তী অর্থাৎ তার প্রাক্তন এমনকি শাহরুখ খানের সঙ্গেও ডেটে যেতে চান। এসময় তার আলোচিত নায়ক যশ দাশগুপ্ত ও নতুন ছবির কাজ নিয়ে মধুমিতা জানান, 'অফার আসছে। স্ক্রিপ্ট আসছে। আমরা দেখছি, যদি ভালো লাগে, দু'জনেরই স্ক্রিপ্ট পছন্দ হয় তাহলে করব।'

উল্লেখ্য, একটা সময় ওপার বাংলায় 'হ্যাপেনিং কপল; ছিলেন সৌরভ-মধুমিতা। 'বোঝে না সে বোঝে না' চলাকালীনই প্রেমিক সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে চুপচাপ আইনি বিয়ে (২০১৫) সেরে নিয়েছিলেন 'পাখি'। কিন্তু ২০১৯-এর শেষের দিকেই সামনে আসে এই জুটির বিচ্ছেদের খবর। তা সকলকে চমকে দিয়েছিল!

কবে মাঠে

ফিরবেন হালান্ড?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পায়ে চোট পেয়ে এক মাসের বেশি সময় ধরে মাঠের বাইরে আরলিং হালান্ড। সবশেষ গত ৬ ডিসেম্বর অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে খেলেছিলেন। এরই মধ্যে ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা জানালেন নতুন তথ্য। জানুয়ারি মাস পর্যন্ত মাঠের বাইরে থাকবেন হালান্ড।

গার্দিওলা বলেন, 'তার হারে ইনজুরি হয়েছে, এটা কাটিয়ে উঠার জন্য সময়ের প্রয়োজন। প্রতিটি ইনজুরির ক্ষেত্রে যা ইচ্ছা তা-ই করা যায় কিন্তু তা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এটা ঠিক আছে। তবে চিকিৎসকরা আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং হয়তো আবুধাবিতে আবার শুরু করবেন।'

'আশা করি, এই মাসের শেষ দিকে সে প্রস্তুত হয়ে উঠবে। শুরুতে যা ভেবেছিলাম, তার থেকে একটু বেশি সময় লাগছে।'

সিটি হালান্ডের অভাব খুব একটা যে বোধ করছে, তা কিন্তু নয়। হালান্ডকে ছাড়া সেই আট ম্যাচে অপরাজিত থেকেই মাঠ ছেড়েছে তারা। তবে গার্দিওলা তেমনটা ভাবছেন না।

তিনি বলেন, 'আমাদের তাকে দরকার। আশা করি সে ফিরে আসবে এবং শেষ চার-পাঁচ মাস কোনো সমস্যা ছাড়াই খেলবে।' হালান্ডের মতোই মাঠের বাইরে থাকতে হবে সেন্টারব্যাক মানুয়েল আকেঞ্জিকে।

এভাবে হয়তো বিদায় নিতে চাননি ফিঞ্চ!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পেশাদার ক্রিকেটে নিজের শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন অ্যারন ফিঞ্চ। যদিও এভাবে হয়তো বিদায় নিতে চাননি। ক্যারিয়ারে শেষ ম্যাচে আউট হলেন শূন্য রানে।

বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন ডার্বিতে স্টারসের বিপক্ষে রেনেগেডসের হয়ে ওপেন করতে নামেন ফিঞ্চ। তৃতীয় বলেই ছন্দপতন ঘটে তার। জোয়েল প্যারিসকে তেড়ে মারতে গেলেও ব্যাটে-বলে সেভাবে সংযোগ হয়নি। মিড-অফ থেকে কিছুটা এগিয়ে সেই বল তালুবন্দী করেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তাতেই ইতি ঘটে ফিঞ্চের পেশাদার ক্যারিয়ারের।

বিদায়ী ম্যাচে শূন্য রানে আউট হলেও টি-টোয়েন্টিতে এক বর্ণিল ক্যারিয়ার লিখে গেছেন ফিঞ্চ। ৩৮৭ ম্যাচ ৩৩.৬০ গড় ও ১৩৮.১৬ স্ট্রাইকরেটে ১১ হাজার ৪৫৮ রান করেছেন ডানহাতি এই ব্যাটার। ৭৭ ফিফটিসহ সেঞ্চুরি করেছেন ৮টি। তার চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি আছে কেবল ক্রিস গেইল (২২) ও বাবর আজমের (১০)। এছাড়া টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় সপ্তম।

মেসিকে 'সর্বকালের সেরা' মানেন না স্পেন কোচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্লাব ফুটবলের মতো জাতীয় দলে দলবদলের কোনো সুযোগ নেই। তবে যদি এমন সুযোগ থাকতো, তাহলে কাকে দলে নিতেন স্পেন কোচ লুইস দে লা ফন্তে? এমন প্রশ্নের জবাবে 'মোভিস্টার ফুটবল'-কে স্পেন কোচ বলেন, তার দলের জন্য পারফেক্ট খেলোয়াড় হতে পারতেন লিওনেল মেসি। যদিও মেসির বয়স এখন ৩৬ বছর। তাছাড়া তিনি খেলছেন তুলনামূলক পিছিয়ে থাকা ক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতা যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। তা সত্ত্বেও নিজের স্পেন দলের মেসিকে 'পারফেক্ট' মনে করেন দে লা ফন্তে।

কিন্তু 'আর্জেন্টাইন খুদে জাদুকর'কে 'সর্বকালের সেরা' মানতে নারাজ তিনি। তার মতে, মেসির সাবেক ক্লাব বার্সেলোনার কিংবদন্তি ইয়োহান ক্রুইফ সেই তকমার দাবিদার। বার্সাকে বহু শিরোপা জিতিয়েছেন ডাচ কিংবদন্তি ক্রুইফ। কিন্তু নিজ দেশ নেদারল্যান্ডসকে বিশ্বকাপ জেতাতে পারেননি তিনি। তবে তাকে সর্বকালের সেরাদের একজন হিসেবে মেনে নেন ফুটবলপ্রেমীরা, বিশেষ করে স্প্যানিশরা।

কোচ হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে চান যুবরাজ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নিজের ক্রিকেট একাডেমির উদ্বোধনে সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন ভারতের জোড়া বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক যুবরাজ সিং। সেখানেই গণমাধ্যমে কোচ হওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। যুবরাজ বলেন, আমার দুই বাচ্চা এখনো ছোট। ওরা আরও একটু বড় হলে, স্কুলে যেতে শুরু করলে আমি অনেকটা সময় পাব তখন। আমি নিজেও বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করতে ভালোবাসি। আইপিএলেও কাজ করতে ইচ্ছুক। সুযোগ পেলেই কোচিং শুরু করব।'

নিজের ক্রিকেট একাডেমি 'যুবরাজ সিং সেন্টার অফ এক্সিলেন্স' নিয়েও বেশ উচ্ছ্বসিত বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা। ক্রিকেটার তৈরির কারখানায় কারিগর হিসেবে থাকবেন একাধিক নামজাদা কোচ। স্বপ্নের এই প্রকল্প নিয়ে তিনি বলেন, 'ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার অনেক আগে থেকেই একাডেমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল। ভারতীয় দলে সুযোগ পেতে হলে সেরা মঞ্চ হলো ঘরোয়া ক্রিকেট। সেখানে পারফর্ম করার জন্য অনুশীলন খুব জরুরি। তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হলো।'

আরও যোগ করেন, 'ভারতীয় দলে সাফল্যের সঙ্গে খেলার পর দেশকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার তাগিদ রয়েছে। তাই এই স্বপ্নের প্রকল্প গড়ে তোলা হলো।'

ইন্টার মিলানের দুর্দান্ত জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইতালিয়ান সিরি-আ'তে জয়ের ধারা বজায় রেখেছে ইন্টার মিলান। সবশেষ ম্যাচেও তারা হারিয়েছে মোনজাকে। লিগের ২০তম রাউন্ডের ম্যাচে মোনজাকে ৫-১ গোলে হারানোর মূল নায়ক লাউতারো মার্টিনেজ। এদিন জোড়া গোল করেছেন এই আর্জেন্টাইন। ম্যাচে ১২তম মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় ইন্টার। পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে নেন হাকান কালহাগলু। এরপর ১৪তম মিনিটে নিজের প্রথম গোলটি করেন মার্টিনেজ। প্রথমার্ধে দুই গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ইন্টার।

দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধারা বজায় রেখে ৬০তম মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেন কালহাগলু। ৯ মিনিট পর এক গোল শোধ করেন প্রতিপক্ষের মাত্তেও পেসিনা। ম্যাচের শেষদিকে ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান মার্টিনেজ। মোনজার বিপক্ষে মৌসুমে আগের লিগ ম্যাচেও জোড়া গোল করেছিলেন তিনি। শেষদিকে ম্যাচের ৮৮তম মিনিটে মার্কাস থুরাম মোনজার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন। আর তাতেই ৫-১ গোলের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইন্টার।

ফুলহামকে হারিয়ে চেলসি শিবিরে স্বস্তি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠ স্টামফোর্ড ব্রিজে গত রাতে চেলসি ১-০ গোলে হারিয়েছে ফুলহামকে। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে করা কোল পালমারের গোলটিই গড়ে দেয় চেলসি ও ফুলহাম ম্যাচের ভাগ্য। পেনাল্টি থেকে বল জালে জড়িয়েছেন তিনি। ম্যানচেস্টার সিটি থেকে চেলসিতে পাড়ি জমানোর পর লিগে এটা নবম গোল পালমারের। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এ নিয়ে টানা তৃতীয় ম্যাচ জিতল চেলসি।

মিডলসবোরোর বিপক্ষে অনেক সুযোগ নষ্ট করেছিলেন পালমার। সেই তাঁর গোলেই এবার জয় নিয়ে ফিরল চেলসি। এ জয়ে দুই ধাপ এগিয়ে আটে উঠে এসেছে চেলসি। আর তাতে পেছনে পড়ে গেল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ২১ ম্যাচে চেলসির অর্জন ৩১ পয়েন্ট। এক ম্যাচ কম খেলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পয়েন্টও তাদের সমান ৩১। তবে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে রেড ডেভিলরা।

৪-১ গোলে বার্সাকে উড়িয়ে

স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতল রিয়াল

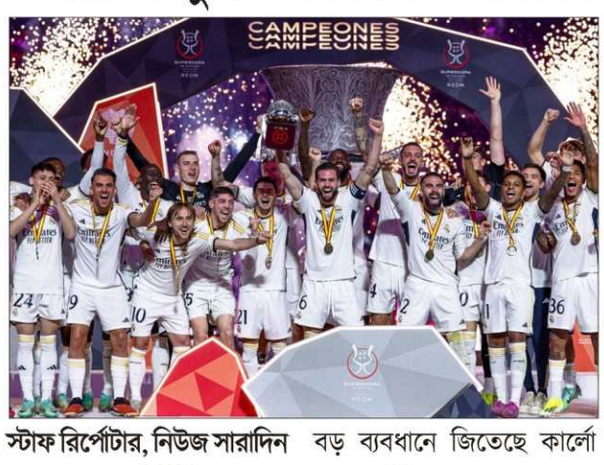

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ম্যাচের ১০ মিনিট যেতে না যেতেই লক্ষ্যভেদ। তিন মিনিটের ব্যবধানে বার্সেলোনার জালে দুই বার বল পাঠান রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসুয়াস জুনিয়র। এতে কিছু বুঝে ওঠার আগেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে কাতালান জায়ান্টরা। এরপর আর তারা ম্যাচে ফিরতে পারেনি। দুই ব্রাজিলিয়ানের দারুণ দাপটে স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা ফের ঘরে তুলল রিয়াল।

সৌদি আরবের রিয়াদের কিং সাউদ ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচটি ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে জিতেছে কার্লো আনচেলত্তির দল।

প্রথমার্ধে দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক করেন ভিনি। রদ্রিগো করেন দলের চতুর্থ গোলটি। শেষ ২০ মিনিট ১০ জন নিয়ে খেলা বার্সেলোনার একমাত্র গোলটি আসে রবের্ত লেভানদোভস্কির কাছ থেকে।

প্রতিযোগিতাটিতে এটি রিয়ালের ১৩তম শিরোপা।

পুরো ম্যাচে ৪২ শতাংশ বল দখলে রেখেছিল রিয়াল। যার ৯টি শট ছিল লক্ষ্যে। বার্সেলোনার ১২ শটের ৭টি লক্ষ্যে ছিল।

টি-টোয়েন্টিতে

রোহিতের অনন্য মাইলফলক

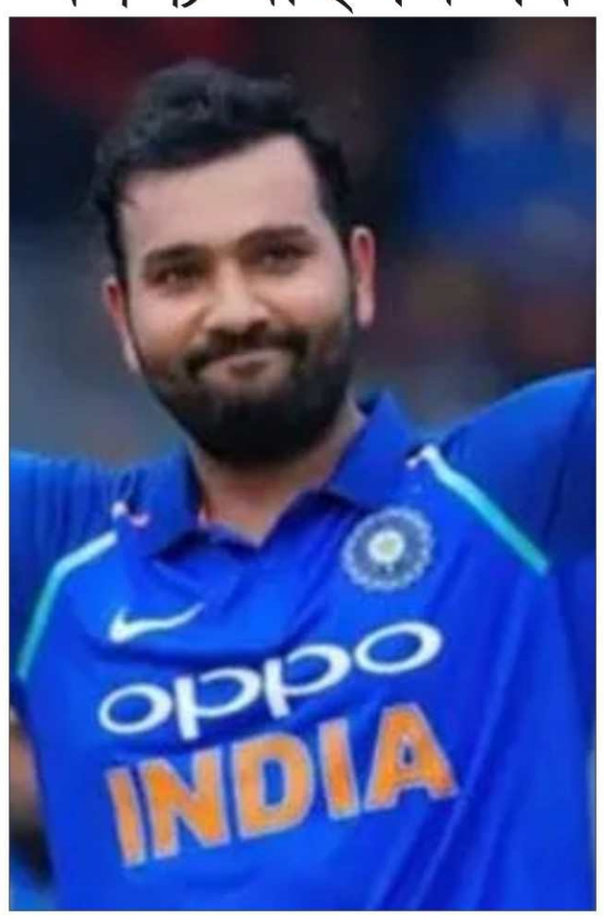

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে অনন্য মাইলফলক ছুঁয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। রবিবার ১৫০তম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে নামলেন তিনি। বিশ্বের কোনো ক্রিকেটার দেশের হয়ে এতগুলো ম্যাচ খেলেননি। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে দেশের হয়ে ১৫০টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়লেন রোহিত।

রোহিতের চেয়ে ১৬টি ম্যাচ কম খেলে এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন আয়ারল্যান্ডের পল স্টারলিং। এখন পর্যন্ত ১৩৪টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তৃতীয় স্থানে তার সতীর্থ জর্জ ডকরেল। ১২৮টি ম্যাচ খেলেছেন এই আইরিশ ক্রিকেটার। এরপর পাকিস্তানের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার শোয়েব মালিক ১২৪ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন।

ভারতীয়দের মধ্যে রোহিতের পরে এই তালিকায় রয়েছেন বিরাট কোহলি। রবিবারের ম্যাচটি ধরে ১১৬টি টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন তিনি।

রোহিত এবং বিরাট ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর এই ফরম্যাটে ভারতের হয়ে খেলেননি। তারা দুজনেই দীর্ঘদিন পর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দলে ফিরেছেন। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে দেখা যেতে পারে তাদের।

উল্লেখ্য, আফগানদের বিপক্ষে চলমান সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছিল ভারত। ফলে তারা ১-০ ব্যবধানে সিরিজে এগিয়ে রয়েছে। আজ ম্যাচ হারলে সফরকারীরা সিরিজও হাতছাড়া করে ফেলবে। টস জিতে ম্যাচটিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছে ভারত।

শাস্তি পেয়ে

দলে নেই ঈশান!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি-সহ দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ খেলা বেশির ভাগ ক্রিকেটারই সেই দলে রয়েছেন। তবে রাখা হয়নি ঈশান কিশানকে। ভারতীয় দলে নতুন উইকেটকিপার হিসেবে নেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশের ধ্রুব জুড়েলকে। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেই উঠে এসেছেন তিনি।

এ ছাড়া, চোটের কারণে প্রথম দুই টেস্টের দলে নেই দুর্দান্ত ফর্মে থাকা পেসার মোহম্মদ শামিও। আবার ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল করার ফল হাতেনাতে পেয়েছেন শ্রেয়াশ আইয়ার। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে খুব একটা ভাল খেলেননি। আবার খেলার ধরণ নিয়েও ছিল প্রশ্ন। কিন্তু দেশে ফিরে ঈশানের মতো অবসর যাপন না করে তিনি রঞ্জি খেলতে নেমে পড়েছেন। শুক্রবার ছয় বছর পর খেলতে নেমে পেয়েছেন অর্ধশতকের দেখা। রাতেই পেয়েছেন এর পুরস্কার।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের দলে স্পিনারদের আধিক্য রয়েছেই। রবীচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা এবং অক্ষর প্যাটেল ছিলেন অবধারিত। এর সঙ্গে নেওয়া হয়েছে কুলদীপ যাদবকেও। দীর্ঘ দিন পরে তার টেস্ট দলে ফেরাকে ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা হচ্ছে। ইংল্যান্ডের বাঁ হাতি ব্যাটারদের কথা ভেবেই তাঁকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুরো দল:

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমান গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াশস আইয়ার, কে এল রাহুল (উইকেটকিপার), কেএস ভারত (উইকেটকিপার), ধ্রুব জুড়েল (উইকেটকিপার), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, মোহাম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার, জাসপ্রীত বুমরা (সহ-অধিনায়ক) এবং আবেশ খান।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR